

মৃত্যু সবার জন্য পূর্ব নির্ধারণিত"

মৃত্যু সবার জন্য পূর্ব নির্ধারণিত"

-
"সত্য যুগে এক বার বশিষ্ঠ মুনি বিশাল এক যজ্ঞের আয়োজন করছিলেন। সেই যজ্ঞে স্বর্গ মর্ত্যেরে সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেই যজ্ঞে চৌদ্দ ভুবনের ঋষিগণ, মুনিগণ ও সনাতন ধর্মেরে মহাজনরা সবাই আসতে শুরু করে।

-
সেই সময় যমরাজাও এই যজ্ঞে আসেন, তবে তিনি প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকান সময় দেখেন একটি টিয়ে পাখি সেই ফটকের উপরে বসে আছে এবং তিনি একটু ভালো করে পাখটিকে দেখলেন। টিয়ে পাখি যম রাজাকে দেখলো এবং এও দেখলো যে, যমরাজা তারদিকে তাকিয়ে কি যেনো ভাবছে।

-
এতে পাখিরি অন্তরাত্মা কঁপে উঠলো। কারণ পাখি জানে যমরাজা যার দিকে দৃষ্টি দিয়ে তার মৃত্যু অন্বির্ষা পাখি দুঃখিত হয়ে তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

-
এই সময় পাখিদিরে ইস্ট দবেতা গরুর পাখি এই অনুষ্ঠানে আসতে ছিলো। টিয়ে পাখি গরুরদবেকে দেখে তার চরণে উড়ে এসে বসলো এবং তাকে আসন্ন মৃত্যুর থেকে রক্ষা করার জন্য গরুরদবেকে নিকট অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

-
গরুরদবে তাকে রক্ষা করার জন্য পাখিটিকে তার পিঠে চরিয়ে ভুবল্লোকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অনেকে উপরে উঠার জন্য উড়ে গেলো।

-
ভুবল্লোকে গিয়ে দেখে তার পিঠে বসা পাখিটিনেই। গরুরদবে ধ্যান করে জানতে পারলেন যে, টিয়ে পাখি পনের হাজার মাইল উপরে উঠার সময় সে বায়ুর অভাবে মৃত্যু বরণ করেছে।

-
গরুরদবে দুঃখিত হলো। গরুরদবে যখন সেই যজ্ঞে যমরাজার সাথে দেখা হলো, তখন তিনি যমরাজাকে প্রশ্ন করলেন, "হে যমরাজা, আপনি বলুন, এখানে আসার সময় ঐ ছোট্ট টিয়ে পাখিরি দিকে কেনো অপলক তাকিয়ে ছিলেন।"

-
তখন যমরাজ হাঁসে হাঁসে বললেন, "ঐ টিয়ে পাখিটিকে দেখে আমি ভাবতে ছিলাম যে, ওর মৃত্যু হবে পনেরো হাজার মাইল উপর আকাশে কনিতু ও এই গটের উপর এখনও কিকরছে।"

-
এই গল্প থেকে আমরা বুঝলাম আমাদের মৃত্যু নির্ধারণিত হয়ে আছে আগে থেকেই তাই উদ্ধিগ্ন হয়ে লাভ কি?

-
মানুষ তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে তার আত্মা এই জনমে কোন বিশেষ দহে লাভ করে এই ভাবে।

-
আত্মা জড় জগতেরে বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বারবার দহে পরবিত্তন করতে থাকে।